সংবাদ

তারিখ ... ...23|3|৮৫ ...
পৃষ্ঠা... .. ...4 কলাম... /... ...

015

বই পড়তে ভাল লাগে না

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠপ্রবণতার উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তারা মাসে বা সপ্তাহে ১টির বেশি বই পড়েন না, যা পড়েন, তাও আবার উপন্যাস। বই পড়তে ভাল লাগে না, তাই তারা বই পড়েন না।

জরিপ চালিয়েছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থসুহৃদ-গুলোর সহায়তায়। শিক্ষকদের অর্ধেকেরও বেশি জবাবে সাফ বলেছেন যে, তাদের বই পড়তে ভাল লাগে না। কিছু শিক্ষক মনের মত বই পাঠাগারে নেই বলে বই পড়েন না। অনুরূপ সংখ্যক শিক্ষকদের মতে বই পড়ে লাভ নেই, তাই তারা পড়েন না। অনেকের অসুবিধা আছে, তাই বই পড়েন না জানিয়েছেন।

মনের মত বই বলতে এক শ্রেণীর শিক্ষক কী ধরনের বই 'মনের মত' মনে করেন, প্রতিবেদনে তার উল্লেখ নেই। সুতরাং আন্দাজে ধারণা করে মন্তব্য না করাই শ্রেয়:। কিন্তু যারা বলেছেন বই পড়ে লাভ নেই, তাদের সম্পর্কে কী বলা যায়। জ্ঞান অর্জনে আনন্দ আছে, ভাষাবিদ ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন। আনন্দ নিশ্চয়ই লাভের মধ্যে পড়ে না। কারণ এটা টিভি, ক্যাসেট কিংবা রেডিওর মত চিত্তবিনোদনকারী কিছু নয়, যা মনকে টানবে। প্রতিবেশীকে জানিয়ে দেবে, দেখ আমার এসব আছে এবং সামাজিক অবস্থান তথা জীবনযাত্রার মানের পরিচয় দিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা চলে। যারা বই পড়েন তারা সপ্তাহে বা মাসে কিংবা তদূর্ধ্ব সময়ে একটি করে বই পড়েন।

এই শিক্ষকরাই ক্লাসে ছাত্রদের বই পড়তে বলেন। অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক পড়ে লাভ আছে। পাস করে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়--চাকরির জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র।

সুতরাং একবার পড়াশুনার পাট চুকে গেলে শুধুমাত্র জানার জন্য, জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য বই পড়া অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডশ্রম বলে মনে করছেন। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে।

শিক্ষাটা শুধু অর্থকরী, তার বেশী কিছু নয়, এধরনের ধারণা থেকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বই পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করছেন না। কিন্তু তারা ছাত্রজীবনে যে সব বই পরীক্ষা পাসের জন্য পড়েছেন, তাতে তো শিক্ষাকে শুধু অর্থকরী বলা হয়নি। বাল্য পাঠের 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই' উপদেশমূলক পাঠ কিংবা বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে জগদীশ বাবুর বাড়ীর সচিত্র বর্ণনায় লেখাপড়া করলে ভবিষ্যতে লাভের লোভ দেখিয়ে পড়াশুনায় উৎসাহ সৃষ্টির কথাটা মনে রেখেও বলা চলে পাঠ্যপুস্তকের সব লেখায় এধরনের হাতে হাতে ফল প্রাপ্তির লোভ দেখান হয়নি। মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার উপাদানও রয়েছে সেখানে।

শিক্ষকের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য তাই-ই হওয়া উচিত। আর এ জন্য তো তাদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়েছে, বলা হয়েছে, শিক্ষকরা জাতি গঠনে সাহায্য করেন। এই সচেতনতা শিক্ষকদের মধ্যে তখনই সম্ভব যখন নিজের মধ্যে জ্ঞানলাভের স্পৃহাকে জাগিয়ে রাখেন। বই পড়া তারই একটা অঙ্গ। শিক্ষকদের এই ভূমিকার গুরুত্ব আজ নতুন করে আবিষ্কৃত হয়নি। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার তার গুরু দার্শনিক অ্যারিস্টটল সম্পর্কে বলেছিলেন, "বেঁচে থাকার জন্য আমি পিতার কাছে ঋণী, কিন্তু সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য আমার শিক্ষকের কাছে ঋণী।"

যে শিক্ষকের শিক্ষা-জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ নাই, তার পক্ষে ছাত্রকে মানুষ করে গড়ে তোলা কতখানি সম্ভব, সে কথাটা এই বই পড়া প্রসঙ্গে অবান্তর বলে দূরে ঠেলে রাখতে পারা যায় না।

ছাত্রদের মনে জানার স্পৃহা, জ্ঞান অর্জনের উপকারিতার কথা এবং শিক্ষার সাথে সভ্যতার অগ্রগতির সম্পর্কের পরিচয় তো বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। আর ছাত্রদের মধ্যে এই মনোভাব জাগ্রত করার জন্য শিক্ষকের একটা ভূমিকা থাকে। যে শিক্ষক নিজেই সেই মনোভাবের অধিকারী নন, তিনি কীভাবে অন্যের মনে তা সঞ্চারিত করবেন?

শিক্ষার এই দিকটির প্রতি দেয়াল তুলে পরীক্ষা পাসের প্রাণান্তকর ব্যাপারটাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ধরে ছাত্রদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকরা যদি ধরে নিয়ে থাকেন, তবে বই পড়ায় লাভ নেই মনে হওয়াটা বিচিত্র নয়।

শিক্ষকতা জীবনে বইয়ের সাথে সম্পর্কের জন্য শিক্ষকদের মনে যদি 'ময়রায় সন্দেশ খায় না' গোছের মনোভাব থেকে 'বই পড়া ভাল লাগেনা' বিচার করতে হয়, তা হলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকগণ কখনই গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন না, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি বহনের জন্যই শিক্ষকতার কাজটা তারা করছেন, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। ভবিষ্যত নাগরিক হিসাবে আজকের ছাত্ররা গড়ে উঠবে মানুষ গড়ার কারিগরদের মনে কদাচিৎ এমন ধারণা কাজ করে এই জরিপ সেই দুঃখজনক সত্যটিকে উদঘাটন করেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ। এই কথাটার প্রতি আস্থার অভাব কিংবা তারও চেয়ে বিপজ্জনক এই উদ্দেশ্যের সাথে কথিত শিক্ষকদের অপরিচয়ের চিত্রটির মধ্যদিয়ে আমাদের শিক্ষানীতির দেউলিয়াত্বও এই সাথে ধরা পড়ে গেছে। সেই গ্রাম্য প্রবাদ 'কিঞ্চিৎ লিখনম্ ---' যেখানে শিক্ষার সাথে জড়িত সম্মানিত শিক্ষকদের জীবন দর্শনে পরিণত হয়, সেখানে দুঃখ ও লজ্জার অবধি থাকে না।